দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN 13 1999 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

এভাবেই চলে প্রাইমারী স্কুল

কর্তৃপক্ষের অনিয়ম আর উদাসীনতার কারণে ইসলামপুর থানার প্রাথমিক শিক্ষার মান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। শ্রেণীকক্ষের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, প্রক্সি দিয়ে শিক্ষকতা, নগন্য ছাত্রসংখ্যা ও কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় তদারকি ও স্কুল সংস্কারের অভাবে এ থানার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এলাকাবাসীর একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শনের সময় দেখা গেল, চরাঞ্চলের স্কুলগুলোর অনিয়ম আর সমস্যার চিত্র। ইসলামপুর। জামালপুরের একটি থানা। এখানে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র আঘাত হানে প্রতিবছর। নদনদীর ভাঙ্গনে ৭ ইউনিয়নের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। সরকারী ও রেজিস্টার্ড অনেক স্কুল বালুচরে, বাঁধের পাড়ে বা রাস্তার ওপর একচালা-দু' চালা অবস্থায় কোনমতে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। চরাঞ্চলের অধিকাংশ স্কুলেরই চাল আছে, বেড়া নেই। বসার মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ নেই, নেই চেয়ার-টেবিল এমনকি ব্লাকবোর্ড পর্যন্ত। যমুনা পারের অনেক স্কুলে ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা নদীর পারে মল ত্যাগ করে, আবার ঐ যমুনার পানিতেই তৃষ্ণা মেটায়। অনেক স্কুলে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ না থাকায় প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এক সঙ্গে বসে। আবার অনেক স্কুলেই খোলা আকাশের নিচে ক্লাশ নেয়া হচ্ছে।

আনোয়ার হোসেন মিন্টু

সম্প্রতি সরেজমিন পরিদর্শনের সময় দেখা গেল গুঠাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে একজন শিক্ষক অক্ষর জ্ঞান দিচ্ছেন। প্রধান শিক্ষক এম সালাহউদ্দিন জানালেন, ৭ শ' ৭০ জন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে তিনটি শ্রেণীকক্ষ। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় শিশু শ্রেণীর দু' শ' ছাত্রছাত্রীকে প্রতিদিন খোলা আকাশের নিচে ক্লাশ নিতে হয়। ঝড়-বৃষ্টির দিনে ক্লাশ নেয়া সম্ভব হয় না।

সাপধরী ইউনিয়নের সাপধরী-ফকিরপাড়া রাস্তার ওপর যমুনার পাড়ে বস্তিবাসীদের সঙ্গে বেড়া ছাড়া একচালা একটি ঘরে ১৮ নং সাপধরী বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে প্রায় দু' বছর ধরে। ঐদিন বেলা ১টার দিকে দেখা গেল ১৮/২০ ছাত্রছাত্রীকে পাঠ দান করছেন দু'জন শিক্ষক, কাগজ-কলমে এখানে ছাত্র-চাত্রী রয়েছে ১৫১ জন। প্রধান শিক্ষক আহসান হাবীব জানালেন, '৯৭ এর জুলাই মাসে স্কুল ভবনটি যমুনা গ্রাস করার পর আর পুনর্নির্মাণ হয়নি। তাছাড়া স্কুলটির পুনর্নির্মাণের জন্য জমি পাওয়া যাচ্ছে না। আশপাশে লোকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এরা সবাই অতি অভাবী। অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী নন। অভাবের কারণে ছোটবেলা থেকেই তাদের অন্ন সংস্থানের কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। সাপধরী ইউনিয়নের ৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র প্রায় একই রকম।

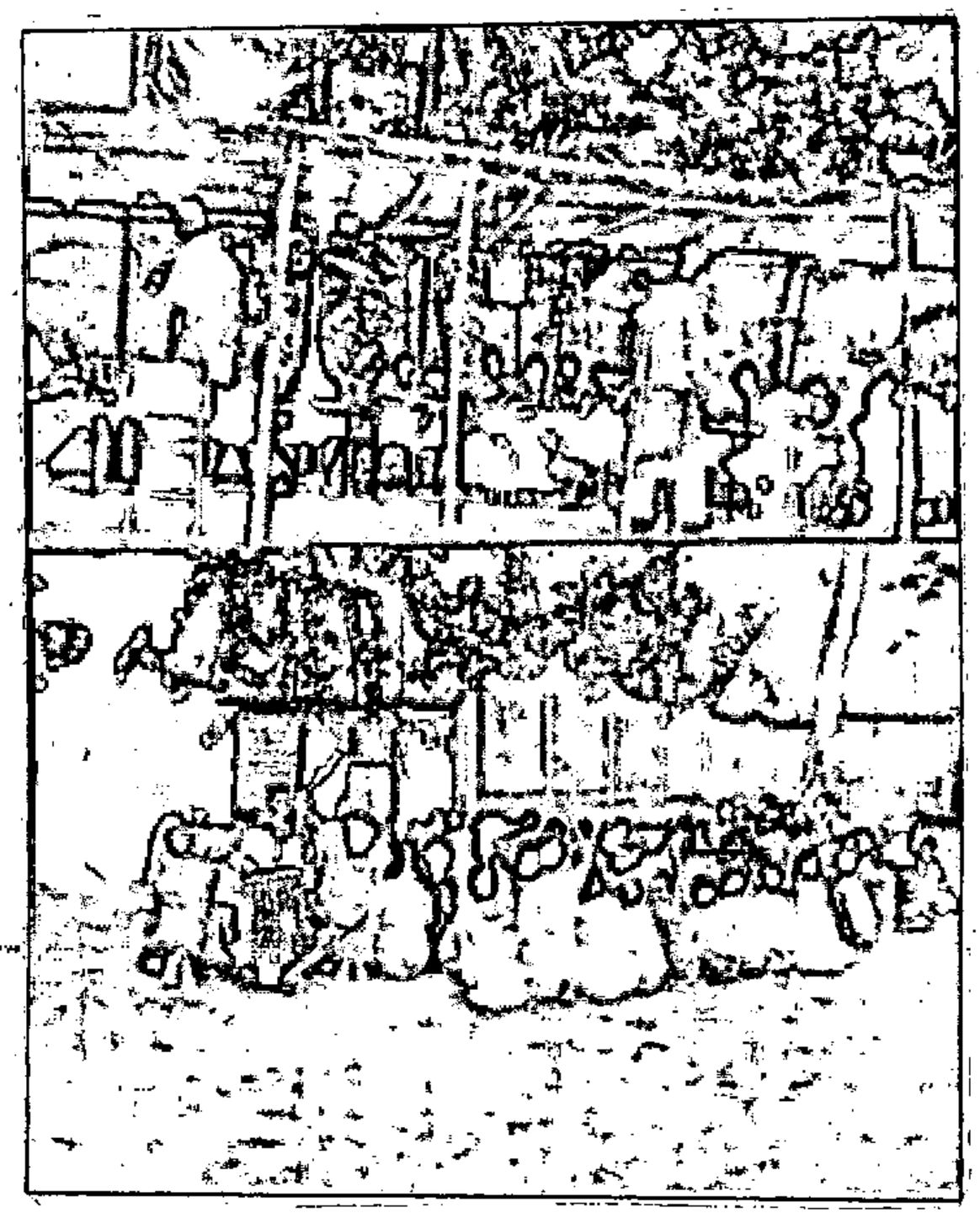

ওপরে—যমুনার পারে রাস্তার ওপর দু'বছর ধরে এভাবেই চলছে সাপধরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। নিচে— শ্রেণীকক্ষের অভাবে গুঠাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস চলছে খোলা আকাশের নিচে —জনকণ্ঠ

বেলা দু'টার দিকে ১৭ নং চর নন্দনের পাড়া স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, কোন শিক্ষক আসেননি। দু' চালা একটি ভাঙ্গা ঘরে গুটিকয়েক ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করছেন হুজুর গোছের একজন লোক। পরিচয়ে জানা গেলে, তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের জামাতা। নাম হাফিজুর রহমান (৩৮), এখানে খাতা পত্রে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ১২৬ জন। শিক্ষক হিসাবে আছেন প্রধান শিক্ষক মফিজ উদ্দিন একাই। স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর কমলা খাতুন ও জবেদা খাতুনসহ অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক হিসাবে হাফিজুর রহমানকেই চেনে।

হাফিজুর রহমান জানায়, এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শ্বশুরের পরিবর্তে তিনি পাঠদান করে আসছেন। নিজেকে তিনি কামেল পাশ বেকার বলে জানান। তবে শ্বশুরের দেয়া চাকরির বেতনে তিনি সন্তুষ্ট নন। স্কুলসংলগ্ন বাড়ির আব্দুল হাকিম (৬০) জানালেন, চর এলাকার স্কুলগুলো দেখার কেউ নেই। মাস্টারদের মনগড়াভাবে চলে এসব স্কুল।

১২ নং চিনাডুলী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুর রহমান (৫০) এবং সহশিক্ষক-শিক্ষিকাগণ জানালেন প্রধান শিক্ষিকা শিরিনা বেগম নিজের খেয়ালখুশী মতো মাসে ৫/৭ দিন স্কুলে আসেন। তাছাড়া '৯৬ সালে নির্মিত ভবনটি এক বছর যেতে না যেতেই অকেজো হয়ে পড়ায় পুরনো জীর্ণ শীর্ণ ঘরেই ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ নেয়া হচ্ছে। এসব কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানসহ অফিসিয়াল কাজকর্ম দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

যমুনার ওপারের স্কুলগুলোর অবস্থা আরও করুণ। মুন্নিয়ার চর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে কাগজ-কলমে দু'জন শিক্ষক থাকলেও তারা স্কুলে আসেন কদাচিৎ। স্থানীয় এক সাংবাদিক ও গ্রামের এক হাফেজ মৌঃ শফিকুল ইসলাম জানালেন, এ স্কুলে দু'জন শিক্ষকের মধ্যে একজন থাকেন স্বামীর বাড়ি গাইবান্ধায়, অন্য জন থানা সদরে। উভয়ই এলাকার অষ্টম শ্রেণী পাশ দু' ব্যক্তিকে বিকল্প শিক্ষক হিসাবে রেখে দিয়েছেন বেতন করে। তারাই ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ দান করে থাকেন। এলাকাবাসী জানায়, থানা পর্যায়ে তদারকী কর্মকর্তাগণ সাধারণত এ এলাকায় আসেন না।

স্কুল কর্তৃপক্ষের এসব অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থার কারণে এ থানার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ রয়েছে। থানা শিক্ষা অফিসার জানান, বন্যাকবলিত ও ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলোর তালিকা করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া এ থানার ৯টি প্রধান শিক্ষক ও ৩৭টি সহ-শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য রয়েছে বলে জানান।

সম্প্রতি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, থানার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শনের সময় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, নগন্য ছাত্রসংখ্যা ও অন্যান্য অনিয়ম দেখে কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেও কোন ফল হয়নি।

ইসলামপুর থানার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অনিয়ম এবং অব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় খবরও ছাপা হয়েছে। জানা গেছে, পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশের পর কিছুদিন সব ঠিকঠাক থাকে, পরে যাথা পূর্বং তথা পরং অবস্থা ফিরে আসে।